মূল শব্দাবলীঃ
ভ্রাতৃত্ব
মিলন
বিশ্বাস
সাহায্য

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

23 January 2026 / 4 Syaaban 1447H

ধর্মবিশ্বাস, ভ্রাতৃত্ব ও সম্মিলিত শক্তি

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى، وَقَدَّرَ فَهَدَى، وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى، وَأَضَلَّ بِحِكْمَتِهِ وَهَدَى. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَى، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

যুমরাতুল মুমিনিন রাহিমাকুমুল্লাহ,

সর্বদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং তাঁকে ভয় করুন। তাঁর সকল আদেশ পালন করুন এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকুন। স্মরণ ্রাখতে হবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা; কোনো পাপ কিংবা কোনো সৎকর্মই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। এই তাকওয়া যেন আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করে—আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে। আমিন, ইয়া রাব্বাল ‘আলামিন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

গত সপ্তাহের খুতবায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর সীরাতে বর্ণিত আল-ইসরা ওয়াল-মি'রাজের মু'জিযাসম্পন্ন ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সপ্তাহের খুতবায় আলোচনা করা হচ্ছে হিজরতের পর মদিনায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে প্রথম দিকের উদ্যোগগুলোর একটি গ্রহণ করেছিলেন, তা হলো মুহাজিরিন (মক্কা থেকে আগত অভিবাসী) ও আনসার (মদিনার অধিবাসী)–দের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের চুক্তি প্রবর্তন করা।

কেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) মদিনায় পৌঁছানোর পর এটিকে তাঁর প্রথম কাজগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন?

কোন জরুরি প্রয়োজন এই ভ্রাতৃত্বের চুক্তি গঠনের দাবি করেছিল?

হে আমার ভাইয়েরা,

রাসুলুল্লাহ (সঃ) উপলব্ধি করেছিলেন যে মুহাজিরিনরা মক্কায় নিজেদের ঘরবাড়ি, পরিবার ও সম্পদ ছেড়ে আসার কারণে আনসারদের সহায়তার তীব্র প্রয়োজনের মধ্যে ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি আনসারদের সৎকর্মে অংশগ্রহণের প্রবল আগ্রহকেও স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। যদিও তারা মুহাজিরিনদের তুলনায় পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও দ্বীনের জন্য অবদান রাখার ব্যাপারে তারা ছিল অত্যন্ত আগ্রহী।

এর পাশাপাশি, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ঈমানভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইবাদতে একত্রিত থাকার গভীর প্রভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কারণ এই ভ্রাতৃত্বের মাধ্যমে পরস্পরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, অনুপ্রাণিত করা, সহায়তা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে প্রজ্ঞার সঙ্গে উপদেশ দেওয়া সম্ভব হয়।

রাসুলুল্লাহ (সঃ) জানতেন যে একাকী ইবাদতে অবিচল থাকা অনেক বেশি কঠিন, বিশেষ করে অনিশ্চয়তা, কষ্ট ও কঠোর পরীক্ষার মুখে—যা সে সময় মুসলমানদের মনোবলকে প্রভাবিত করেছিল। তাই মদিনায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ভ্রাতৃত্বের এই চুক্তি প্রণয়ন করেন।

পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং একে অপরকে সাহায্য করার চেতনা কুরআনের শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সুরা আত তাওবার ৭১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

অর্থঃ "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু বা সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ করে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; এদেরই উপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা করুণা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

সম্মানিত সুধী,

আজকের বিশ্বেও আমরাও আমাদের নিজেরা নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি। তাই ভ্রাতৃত্বের চেতনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সীরাতে লিপিবদ্ধ সেই ঐতিহাসিক ভ্রাতৃত্বের চুক্তি থেকে আমাদের অনুপ্রেরণা নিতে হবে—আমাদের আশপাশে বসবাসকারী মানুষের সঙ্গে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে এবং তা ঈমানভিত্তিক বন্ধনে রূপান্তরিত করতে হবে যার লক্ষ্য হবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন।

এখানে আজকের খুতবাটি আপনাদের কাছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাণী উপস্থাপন করবে—

<u>প্রথমত: আমাদের হতে হবে দয়ালু এবং যে কেউ বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত।</u>

তা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে হোক, মানসিক সমর্থনের মাধ্যমে হোক, কিংবা কেবল মনোযোগ দিয়ে কথা শোনার মাধ্যমেই হোক। একজন মুসলিম অন্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ককে *আমর বিল মা'রূফ*—অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ দেওয়ার—একটি সুযোগ হিসেবে দেখে, যার কথা কুরআনের সেই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্বে তিলাওয়াত করা হয়েছে।

যখন সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি একজন সহধর্মী মুসলিম হন, তখন তাদের মধ্যকার ঈমানের বন্ধন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর যখন তিনি ভিন্ন পটভূমির কেউ হন, তখন ইসলামের সৌন্দর্য ও মানবিকতা প্রকাশ পায়। এটাই হলো ঈমান ও একতার চেতনায় গড়ে ওঠা মানবিক সম্পর্কের মাধুর্য।

দ্বিতীয়ত: <u>আমাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা করতে হবে।</u>

এটি অর্জন করা সম্ভব সৎকর্ম পালনের সংস্কৃতি গড়ে তোলা ও স্বাভাবিক করে তোলার মাধ্যমে, সদকা ও দানে উদারতার চর্চা করে, চরিত্রে উৎকর্ষতা অর্জনের চেষ্টা করে, ইবাদতে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে, দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণে নিষ্ঠা প্রদর্শন করে এবং আমাদের দ্বীনি বিষয়গুলোতে পারস্পরিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রভাবের পরিসর থেকে শুরু করতে হবে—আমাদের সন্তান, পরিবার, বন্ধু এবং যাদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ হয়, তাদের সঙ্গে এর চর্চা করার মাধ্যমে। । আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই অতীতের মুসলিম সমাজসমূহ সাফল্য অর্জন করেছিল; আর একইভাবে আজকের প্রজন্ম এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পক্ষেও তা অর্জন করা সম্ভব।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

মুসলমানদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৃঢ় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অতএব, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও এবং আমরা যে যে ক্ষেত্রে যুক্ত আছি, আসুন, সেখানেও আমাদের চারপাশের মানুষের প্রতি সাহায্যের মনোভাব গড়ে তুলি এবং সৎকর্ম বিস্তারে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি।

আসুন, আমাদের মধ্যে ঐক্যের চেতনা জাগ্রত করি। দয়া ও সদাচরণ প্রদর্শনের প্রতিটি সুযোগ কাজে লাগাই। ঈমানভিত্তিক সচেতনতা নিয়ে, আমরা যেন এমন আমল করতে পারি যার সওয়াব আমাদের আমলের পাল্লায় ভারী হয়ে ওঠে।

আমীন! ইয়া রাহমান, ইয়া মান্নান।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللّٰهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُم وَالْأَمْوَاتِ. اَللّٰهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةَ وَفِي فِلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللّٰهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ

وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنيا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النَّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرونَ، فَاذْكُروا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُروهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.